শিক্ষকদের উপর প্রহার কেন

বিভাস গুহ
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০০ এএম

শিক্ষা যিনি দান করেন তিনি শিক্ষক। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে শিক্ষক আলোকিত সমাজ এবং রাষ্ট্র বিনির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তাই শিক্ষক সমাজ ও রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সবার কাছে পরিচিত, সম্মানিত এবং শ্রদ্ধেয়। সূর্যের আলো পৃথিবীকে আলোকিত করে আর জ্ঞানের আলো মানুষের মনকে আলোকিত করে। শিক্ষক হচ্ছেন সেই আলোর ফেরিওয়ালা, যারা জীবনব্যাপী আলো ফেরি করে বেড়ান। মাতা-পিতা সন্তানের জন্ম দেন আর শিক্ষক সেই সন্তানকে জ্ঞান দান করে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসেন। সে জন্য শিক্ষক হচ্ছেন সন্তানের দ্বিতীয় জন্মদাতা। মাতা-পিতার পরে শিক্ষকের স্থান। কবি গোলাম মোস্তফা তাই বলেছেন, ‘শিক্ষক মোরা শিক্ষক মানুষের মোরা পরম আত্মীয়/ধরণীর মোরা দীক্ষক। পিতা গড়ে শুধু শরীর মোরা গড়ি তার মন/পিতা বড় কিবা শিক্ষক বড় বলিবে সে কোন জন।’ মনীষী আল্লামা

ইকবালের ভাষায়, ‘শিক্ষক হলেন একজন মিস্ত্রি যিনি গঠন করেন মানবাত্মা।’ শিক্ষক তার হৃদয়ে সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের বীজ বপন করে দেন এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, শিক্ষকরা বর্তমানে যত টাকা বেতন পান সেই বেতনের টাকায় সংসার চলে না। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে নিত্যদিনের পণ্যদ্রব্য কেনাকাটা, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, চিকিৎসার খরচ, বাড়িভাড়াÑ সবকিছু মিলিয়ে বেতনের টাকা দিয়ে চলতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অধিকাংশ মুদির দোকানে বাকির হিসাবে শিক্ষকদের নাম লেখা আছে। মাসের শুরুতে বেতন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুদির দোকানের বাকির হিসাব মিটিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। মাসের পনেরো দিন যেতে না যেতে পকেট শূন্য হয়ে যায়। বাকি পনেরো দিন ধার-দেনা করে শিক্ষকদের কাটাতে হয়। পরিবার-পরিজনকে নিয়ে ধার-দেনা করে সংসার চালিয়ে কে বা কারা নিজের সর্বোচ্চটুকু সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য আন্তরিকভাবে ব্যয় করতে পারে? একমাত্র শিক্ষকরাই পারেন। পারেন বলেই শিক্ষায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কতদিন! শিক্ষকরাও তো মানুষ। তারাও তো স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে চান। দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে নিজের জ্ঞানটুকু বিলিয়ে দিতে চান। অভাবের তাড়না যদি পিছু না ছাড়ে তবে কোনো কাজে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিক্ষকদের অভুক্ত রেখে মানসম্মত শিক্ষা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা যাবে কি? শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের ভেবে দেখার জন্য বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ রইল। শিক্ষকরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গেলেন। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল শিক্ষকদের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে সমাধান করা। কিন্তু সেটা না করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে শিক্ষকদের ওপর নির্মমভাবে প্রহার করা হলো। যারা প্রহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা প্রহার করেছেন তারাও তো কোনো না কোনো শিক্ষকের ছাত্র। যাদের জ্ঞানের আলোয় আজ এ পর্যায়ে আসার সুযোগ ঘটেছে, তাদের পিঠের ওপর আঘাত! একজন শিক্ষকের ওপর প্রহার করা মানে পুরো শিক্ষকসমাজের ওপর প্রহার। এটা কি শিক্ষকদের অপমান, নাকি জাতির অপমান তা আমার মতো একজন শিক্ষকের বোধগম্য হচ্ছে না। অতীতেও আমরা দেখেছি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর মব সৃষ্টি করে লাঞ্ছিত করার ঘটনা, পদত্যাগে বাধ্য করার ঘটনা। সর্বোপরি এ দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি লজ্জিত। এ লজ্জা ঢাকার আবরণ আমার কাছে নেই। এই ঘটনাগুলো জাতির জন্য অশনিসংকেত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকি। এই ঘটনাগুলো মিডিয়ার কল্যাণে পুরো বিশ্ববাসী দেখছে। বিশ্বের কাছে আমরা জাতি হিসেবে সভ্য থাকতে পারছি কি! পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে আর এ দেশে যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দান করবেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রশাসনের নির্দেশে তাদের প্রহার করছেÑ হায় রে আমার দেশ! শিক্ষকদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রহারের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি, যারা প্রহার করেছেন তাদের বিচার দাবি করছি এবং শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবিগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বা মেনে নিয়ে শিক্ষকদের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিভাস গুহ : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

মতামত লেখকের নিজস্ব

আমাদের সময়/এইচও